ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 162 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩১৮ ● কলকাতা ● ১০ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২৭ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 125

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আত্মাকে মোক্ষপ্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য পৃথিবী এক বাহনের রূপে আত্মাকে এই মাটির শরীর প্রদান করে। মোক্ষ যদি গন্তব্যস্থল হয়, তবে ঐ গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর বাহন এই মাটির পুতুল। মাটির পুতুল হয়ে আত্মাকে এক সাধন প্রদান করে যাতে সে নিজের জীবনে, নিজের সময়ে মোক্ষ-গন্তব্য প্রাপ্ত করতে পারে।

ক্রমশঃ

সংবিধান দিবসে, 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর পথে নাগরিকদের ডাক প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৭৬তম সংবিধান দিবসে দেশের উদ্দেশে চিঠি লিখে নাগরিকদের কর্তব্যবোধে প্রাধান্য দেওয়ার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বার্তায় তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন - দেশকে 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর বলেন, দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি থেকেই কর্তব্য পালন স্বভাব হয়ে ওঠে। সেই অনুভূতিই ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী ভবিষ্যতের দিকে।

চিঠিতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও স্মরণ করেছেন মোদী । সংসদের সিঁড়িতে ২০১৪ সালে প্রণাম করা থেকে ২০১৯ সালে সংবিধান মাথায় তোলার মুহূর্ত - এসবই তাঁর কাছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতীক। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সংবিধানের ক্ষমতাই একজন সাধারণ, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের সন্তানকে দেশের সরকারপ্রধান

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ওরে, আমার সাথে খেলতে যাস না: বিজেপিকে মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী হেলিকপ্টারে করে বনগাঁ যাওয়ার কথা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু বিমান সংস্থার লাইসেন্স-সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে হেলিকপ্টারটি উড়তে না পারায় শেষ পর্যন্ত সড়কপথেই অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাতে হয় তাঁকে।

মঙ্গলবার তিনি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁয় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) বিরোধী কর্মসূচিতে অংশ নেন। পরে ত্রিকোণ পার্কে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠান শেষে চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পদযাত্রায়ও অংশ নেন।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগের দিন (সোমবার) হেলিকপ্টারটির মহড়া হয়েছিল। কিন্তু তখন লাইসেন্সজনিত কোনো সমস্যার কথা জানানো হয়নি। সফরের ঠিক আগে মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় যে হেলিকপ্টারটি উড়তে পারবে না।

এ ঘটনায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বনগাঁর সভায় তিনি বলেন, "প্রথমেই ক্ষমা চাইছি, আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে। এর পেছনে কিন্তু একটা মজা আছে। বহু মাস আমি হেলিকপ্টার ব্যবহার করি না। আজ একাধিক অনুষ্ঠান থাকায় হেলিকপ্টার নেওয়া হয়েছিল। আমার ১২টায় বের হওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ খবর এলো, হেলিকপ্টার যাবে না। নির্বাচন তো শুরুই হয়নি, তার আগেই সংঘাত শুরু হয়ে গেল!"

তিনি আরও বলেন, "আমি রাস্তায় আসতেই মানুষের সঙ্গে প্রচুর দেখা হয়েছে। অনেক এলাকা ঘুরে এসেছি। জনসংযোগটা বরং আরও ভালো হলো।"

বিজেপিকে লক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি বিজেপিকে বারবার বলি— ওরে, আমার সঙ্গে খেলতে যাস না। আমি যে খেলাটা খেলব, সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুঁতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। কোটি কোটি টাকা খরচ করো, মানুষ টাকা নেবে কিন্তু ভোট দেবে না।"

নিজের রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা স্মরণ করে মমতা যোগ করেন, "আমি ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে এসেছি। যা ধরি শেষ না করা পর্যন্ত ছাড়ি না। সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফেরানোর জন্য ২৬ দিন অনশন করেছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পিছু হটি নাই। তাই আমার হেলিকপ্টার বাতিল করুন, সড়ক বন্ধ করুন, যা ইচ্ছে করুন— আমার কিছু যায় আসে না। জীবনে যেমন লড়াই করে চলেছি, পথই আমাকে পথ দেখাবে।"

মমতার পক্ষে প্রচার করছে রাজ্যের পুলিশ? বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ শুভেন্দু, চিঠি গেল কমিশনে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে নতুন করে বড় প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তৃণমূল সরকারের 'দাস' হয়ে কাজ করছে। আর সেই কারণেই ভোটের সময়ে রাজ্য পুলিশের কোনও সদস্যকে কোনও দায়িত্বে রাখা যাবে না। এমনটাই দাবি জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন বলেও জানান শুভেন্দু।

মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে দিঘায় পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে শুভেন্দু অভিযোগ করে বলেন, ওই অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেছেন পুলিশ কর্মীরা। এমনকি তাঁকে আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান বলেও মন্তব্য করেছেন তাঁরা। এই দাবি তুলে শুভেন্দু বলেন, "এভাবে পুলিশ যদি রাজনৈতিক প্রশংসায় মেতে ওঠে, তবে তারা কীভাবে ভোটে নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে?"

বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, এই ধরনের আচরণ দেশের অন্য কোনও রাজ্যের পুলিশ করে না। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নাকি পুলিশ নিজেদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান ত্যাগ করে শাসক দলের হয়ে কাজ করছে। তাই নির্বাচন কমিশনকে আগেভাগেই সতর্ক করেছেন তিনি।

শুভেন্দুর দাবি, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট জারি হওয়ার দিন থেকে

এরপর ৪ পাতায়

SIR নিয়ে কমিশনকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে SIR বিতর্ক যখন রাজনৈতিক তাপমাত্রা বাড়িয়েছে, তখন সেই আন্দোলন এবার দিল্লিতেও ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত তৃণমূল। ঠিক সেই মুহূর্তেই SIR নিয়ে কমিশনকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ দাবি—যদি নির্বাচন কমিশন সত্যিই স্বচ্ছ হয়, তাহলে তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক লাইভ টেলিকাস্ট করা হোক, ক্যামেরার সামনে দেওয়া হোক সব প্রশ্নের জবাব।

গত সোমবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ঘোষণা করেছিলেন, দিল্লির বুকে শুরু হবে SIR বিরোধী আন্দোলন। সেই লক্ষ্যে তৈরিও হয়েছে ১০ জন সাংসদের একটি টিম। অভিষেকের নির্দেশে ওই প্রতিনিধিদল শুক্রবার দিল্লির

নির্বাচন কমিশন দপ্তরে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবে।

কমিশন দেখবে শুধু পাঁচ সাংসদকে—সামনে সংঘাতের ইঙ্গিত তবে এখানেই শুরু হচ্ছে বিতর্কের নতুন অধ্যায়। কমিশন জানিয়েছে—শুক্রবার, অর্থাৎ ২৮ নভেম্বর বেলা ১১টায় মাত্র পাঁচজন সাংসদকে সময় দেওয়া হবে। সেই পাঁচজনের নাম আগেই পাঠাতে হবে তৃণমূলকে। কিন্তু অভিষেকের সাফ কথা—১০ সাংসদই যাবেন। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

দলের ভেতর সূত্র জানাচ্ছে, এই ১০ জনের দলে রয়েছেন—সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, শতাব্দী রায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, সাকেত গোখলে, প্রকাশ চিক বরাইক, সাজদা আহমেদ ও মমতাবালা ঠাকুর।

অভিষেকের চ্যালেঞ্জ: "কমিশন যদি স্বচ্ছ হয়, তবে ক্যামেরার সামনে আসতে ভয় কীসের?"

অভিষেক সরাসরি সোশাল মিডিয়ায় কমিশনকে আক্রমণ করে লিখেছেন— "আমাদের সাংসদরা মানুষের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। নির্বাচন কমিশনাররা নন। তাঁদের হাত সরকারের হাতে বাঁধা। বেছে বেছে বৈঠকের কিছু অংশ ফাঁস করে নিজেদের স্বচ্ছতা দেখানোর নাটক বরদাস্ত করা হবে

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে জিততে গিয়ে বিজেপি গুজরাট খোয়াবে, বিস্ফোরক মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পাখির চোখ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। তারা এবার পশ্চিমবঙ্গ দখলের পরিকল্পনা করছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও ছেড়ে দেয়ার পাত্র নন। বড় প্রতিবাদ মিছিল থেকে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলে তৃণমূল প্রধান ভবিষ্যদ্বাণী করেন, পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে গিয়ে কেন্দ্রের শাসক দল তাদের শক্ত ঘাঁটি গুজরাট হারাতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতার দাবি করেন, আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি... বিজেপি গুজরাটে পরাজিত হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে জিততে গিয়ে তারা গুজরাটও খোয়াবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজের রাজ্য গুজরাটে ১৯৯০ সাল থেকে বিজেপি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ধরে রেখেছে।

মমতা এই দিন তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির অভিযোগও তোলেন। সম্প্রতি বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের (এনডিএ) বিপুল জয়কেও তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিহারের নারীদের জন্য নির্বাচনের ঠিক আগে ঘোষিত ১০ হাজার রুপি ভাতা প্রদানের বিষয়টিও টেনে আনেন।

বিজেপির বিরুদ্ধে মমতার আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, আসাম এবং কেরালা নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা বা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন এত তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করা হচ্ছে? নির্বাচনের ঠিক আগে কেন এসআইআর করার প্রয়োজন পড়ল? তৃণমূলের পাশাপাশি অন্যান্য বিরোধী দলগুলোরও অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার আড়ালে বিজেপি বিরোধী-সমর্থক প্রান্তিক এবং নিপীড়িত সম্প্রদায়ের ভোটারদের অনুপ্রবেশকারী অজুহাতে তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যদি সত্যিই সীমান্ত এলাকায় এতকাল অবৈধ অভিবাসীরা থেকে থাকেন, তবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব কার ছিল? বিমানবন্দর এবং কাস্টমস সবই তো কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। তিনি নিজের দলের কর্মীদের উদ্দেশে আশ্বাস দেন, যতদিন আমি আছি, ততদিন আমি তাদের আপনাদের ছুঁড়ে ফেলতে দেব না।

(১ম পাতার পর)

সংবিধান দিবসে, 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর পথে নাগরিকদের ডাক প্রধানমন্ত্রীর

হতে সাহায্য করেছে।

সংবিধান রচনার নেপথ্যে থাকা নায়কদেরও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড. বি আর আম্বেদকর এবং গণপরিষদের বিশিষ্ট নারী সদস্যদের অবদান বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন তিনি।

এই বছরের সংবিধান দিবসকে অতিরিক্ত তাৎপর্যময় বলেও উল্লেখ করেন মোদী। সর্দার বল্লভভাই পটেল ও বীরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী, 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর এবং গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০তম শহিদ দিবস - এই সব ঐতিহাসিক মুহূর্ত একযোগে কর্তব্যের গুরুত্বই নতুন করে স্মরণ করায় বলে মনে করান তিনি।

দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে ভোটদানের দায়িত্বকে সর্বোচ্চ বলে চিহ্নিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "একজন নাগরিক হিসেবে কখনও ভোট দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না।" স্কুল-কলেজে প্রতি ২৬ নভেম্বর নবীন ভোটারদের সম্মান জানিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করারও প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

চিঠির শেষে তিনি স্পষ্ট করে দেন - শতবর্ষে পদার্পণ করা স্বাধীনতা (২০৪৭) ও সংবিধান (২০৪৯)-এর জন্য আজকের সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে আগামী দিনের ভারতের পথচলা। আজকের দায়িত্ববোধই আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করবে।

(২ পাতার পর)

SIR নিয়ে কমিশনকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

না।"

তিনি আরও বলেন, "যদি সত্যিই কমিশন স্বচ্ছ হয়, তাহলে খোলাখুলি বৈঠক করুন। ক্যামেরা অন থাকুক। আমাদের পাঁচটি সোজাসাপ্টা প্রশ্নের লাইভ জবাব দিন।" অভিষেকের প্রশ্ন— "কমিশন কি সত্যিই স্বচ্ছ, নাকি কেবল দরজা বন্ধ করে কাজ করে?" তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষসহ অন্য নেতারাও একই সুরে সোচ্চার হয়েছেন।

SIR বিতর্কে কেন এত উত্তেজনা?

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে SIR –এর সময়সীমা, নথির চাপ, বিএলওদের মৃত্যু এবং নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে রাজ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা। তৃণমূলের অভিযোগ—এসআইআর প্রক্রিয়া "অপরিকল্পিত, তড়িঘড়ি এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত"।

তাঁদের দাবি—

ওই প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিরোধী পক্ষ।

অপরদিকে কমিশনের বক্তব্য—সবটাই নিয়ম অনুযায়ী চলছে।

দিল্লির আন্দোলন: তৃণমূল রাজ্যের বাইরে পা বাড়াল

অভিষেকের ঘোষণা অনুযায়ী, এবার দিল্লিতেও SIR বিরোধী আন্দোলন হবে। রাজ্যের দরজা পেরিয়ে জাতীয় স্তরে এই ইস্যু নিয়ে সরব হবে তৃণমূল—এটাই দলের কৌশল।

শুক্রবারের বৈঠক সেই কৌশলের প্রথম বড় পরীক্ষা। ১০ সাংসদকে নিয়ে বৈঠক বিরোধের সম্ভাবনা, তার সঙ্গে লেগে গেল লাইভ টেলিকাস্টের চ্যালেঞ্জ। এখন দেখার—কমিশন কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।

সামনে আরও সংঘাত?

রাজনৈতিক মহলের মতে, অভিষেকের এই চ্যালেঞ্জ সরাসরি নির্বাচন কমিশনের সামনে এক অভূতপূর্ব অবস্থান তৈরি করেছে। তৃণমূল চাইছে—পুরো বৈঠক যেন দেশবাসী "লাইভ" দেখেন। কমিশন কি এ ধরনের নজিরবিহীন দাবি মানবে? নাকি বৈঠকের আগেই আরও বড় সংঘাত তৈরি হবে? তার উত্তর এখনো অজানা। শুক্রবারের বৈঠক ঘিরে তাই উত্তেজনা তুঙ্গে।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ চলছে, বাউল গ্রেফতারে উত্তাল বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক

বাংলাদেশের বাউল শিল্পী আবুল সরকারের গ্রেফতারি ও জেল হেফাজতের ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেদেশে। আবুল সরকারের বিরুদ্ধে করা মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসের অবমাননা করে এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে কটূক্তি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উসকানি দেওয়ার অপরাধ করেছেন।তদারকি সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মোস্তাফা সরওয়ার ফারুকি একটি পোস্টে বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিষয়টি দেখছে। তবে এই ঘটনাকে তিনিও অত্যন্ত সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইউনুসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম এই হামলাকে নিন্দনীয় বলে ব্যাখ্যা করেন।যদিও তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের দাবি, পালাগানের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেটে বিভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশিষ্টজনেরা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মাজার ভাঙা, গানের আয়োজন বন্ধ করাসহ সাধনার ধারার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের বিরুদ্ধে এসব ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বাউল আবুল সরকারের গ্রেফতারিকে ধিক্কার জানিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে চলতি তদারকি সরকারের কট্টর নীতির বিরুদ্ধে।

যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন প্রায় আড়াইশোর বেশি নাগরিক। তাঁদের অভিযোগ, হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই ধর্মীয় উত্তেজনা বাড়ছে। মৌলবাদীরা আবার দেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই কট্টরবাদীদের একাংশ নিজেদের ইসলামের একমাত্র রক্ষক বলে মনে করছে। এই অংশ বারেবার জনআবেগকে উসকে দিচ্ছে। যাতে দেশে একটা নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, হিংসার ধরনগুলি সন্দেহাতীতভাবে একটি ধর্ম-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে চলছে। প্রায় ২০০ মন্দির ধ্বংস, ব্যক্তিকে মুর্তাদ, কাফের অথবা শাতিম বলে ঘোষণা করে দেওয়া। ফসল নষ্ট বা পুড়িয়ে দেওয়া, বাউল-ফকিরদের জোর করে চুল কেটে দেওয়া, মহিলাদের হেনস্তা কিংবা পোশাক নির্বাচন করে দেওয়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন নাচ, গান, নাটক, খেলা ও মেলা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আঠারোতম পর্ব)

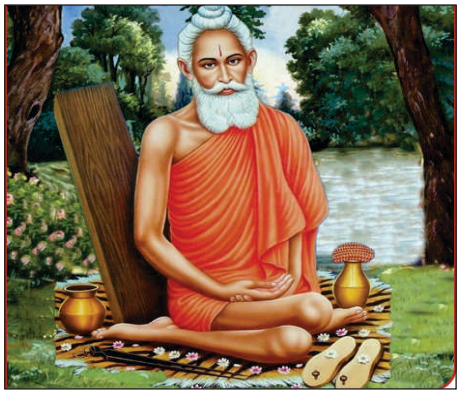

ওয়ারীতে তিনি ব্রহ্মচারী যোগাশ্রম প্রতিষ্টা করেন। পরে তা ফরিদাবাদে স্থানান্তর করেন। তিনি বাবা লোকনাথের স্মরণে আসেন; ১৮৮৬ থেকে ১৮৯০ সালের দিকে। বাবার একজন যোগ্য শিষ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।বারদীর আশ্রমের কাছেই এক বৃদ্ধা, নাম-কমলা। সম্বল বলতে এক গরু ছাড়া কিছুই ছিল না। দুধ বিক্রি করে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

মমতার পক্ষে প্রচার করছে রাজ্যের পুলিশ? বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ শুভেন্দু, চিঠি গেল কমিশনে

আচরণবিধি প্রত্যাহার পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের কাউকেই ভোট বা ভোটসংক্রান্ত কোনও কাজে রাখা উচিত নয়। তাঁর অনুমান অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এমসিসি জারি হবে। তাই শেষ মুহূর্তে অভিযোগ তোলার বদলে তিন মাস আগেই কমিশনকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তিনি।

বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে শুভেন্দু বিশেষ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। পরামর্শ গুলি হল –

1. নিরাপত্তার জন্য বেশি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা
2. যে কাজগুলো কেন্দ্রীয় বাহিনী করতে পারবে না, সেগুলির জন্য অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ আনা

শুভেন্দু বলেন, "আগে থেকেই জানালে কমিশনের পরিকল্পনা করা সহজ হবে। তাই এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করার জন্যই জানিয়েছি।" সাংবাদিক বৈঠকে দিঘার ওই অনুষ্ঠানের ভিডিওও দেখান শুভেন্দু। তাঁর দাবি, সেই ভিডিওতে পুলিশের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার প্রচার করা হয়েছে। এই ঘটনা সামনে এনে শুভেন্দু সাফ জানান, "দলদাস পুলিশকে ভোটের ডিউটিতে রাখা যাবে না। ওঁদের সরিয়ে নির্বাচন করতে হবে।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অপর দক্ষিণ হস্তে উদ্যত বজ্র ধারণ করেন এবং অপর হামে তর্জনী-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে ভূতপ্রেতাদির দেবতা অপরাজিতকে নিষ্পেষণ করেন। ভূতডামর। তিব্বতি চিত্র, অষ্টাদশ শতক। রুবিন মিউজিয়াম অভ আর্ট।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড, ২০২০

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫

(পঞ্চম পর্ব)

ভুল সংশোধনের সুযোগ দেয় এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বদলে স্বেচ্ছাসেবী অনুগতিকে উৎসাহিত করে।

বহু অপরাধ অপরাধমুক্ত হওয়ায় আইন এখন আরও কম দণ্ডনীয় এবং বেশি সম্মতি-ভিত্তিক হয়েছে। এর ফলে কারাদণ্ডের ভয় কমে, স্বেচ্ছায় নিয়ম মানার প্রবণতা বাড়ে, মামলা-মোকদ্দমা কমে যায় এবং "Ease of Doing Business" আরও শক্তিশালী হয়।

এই নতুন সম্মতি ব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্যও অত্যন্ত উপকারী, কারণ এতে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। পূর্বের মতো দীর্ঘদিন মামলা বা বিচার প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে থাকার প্রয়োজন পড়ে না।

৭. অপরাধের কম্পাউন্ডিংঃ প্রথমবার সংঘটিত এমন অপরাধ, যার শাস্তি কেবলমাত্র জরিমানা, সেগুলি সর্বোচ্চ জরিমানার ৫০% জমা দিয়ে কম্পাউন্ড করা যাবে। আর যেসব অপরাধে জরিমানা বা জরিমানা-সহ কারাদণ্ড উভয়ই প্রযোজ্য—সেগুলি সর্বোচ্চ জরিমানার ৭৫% জমা দিয়ে কম্পাউন্ড করা যাবে। এতে আইন আরও কম দণ্ডনীয় হয় এবং সম্মতি-ভিত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনুমোদিত কর্মকর্তার মাধ্যমে অপরাধ কম্পাউন্ডের সুযোগ রয়েছে, ব্যবসায় আইনি ঝঞ্ঝাট কমানোর পাশাপাশি, দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও রয়েছে এবং ব্যবসার পরিবেশকে আরও সহজ করে তোলার অবকাশ রয়েছে। নিয়োগকর্তারা নির্দিষ্ট জরিমানা প্রদান করে দীর্ঘমেয়াদী মামলার পরিবর্তে দ্রুত সমাধানে যেতে পারেন, যা তাদের জন্য সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী। এই সময়সীমাবদ্ধ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বিচার-নিষ্পত্তির গতি বাড়ায় এবং নিয়ন্ত্রক দক্ষতা উন্নত করে। শ্রমিকরাও এতে উপকৃত হন, কারণ, কম্পাউন্ডিং থেকে প্রাপ্ত অর্থ অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা তহবিলে জমা হবে। এই তহবিল অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে, ফলে তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা আরও মজবুত হবে।

৮। থার্ড পার্টি অডিট ও শংসায়ন: এই কোডে প্রথমবারের মতো স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট শ্রেণির প্রতিষ্ঠানের জন্য থার্ড পার্টি অডিট ও সার্টিফিকেশন-এর বিধান করা হয়েছে। এর ফলে পরিদর্শক-সহ-সহায়ক-এর সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা মান পর্যালোচনা এবং উন্নত করতে পারবে। এটি "ইনস্পেক্টর রাজ"-এর প্রবণতা হ্রাস করবে এবং একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান আরও উন্নত করবে। তৃতীয় পক্ষের অডিট দ্রুত ও সময়মতো সম্পন্ন হওয়ায় শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

৯. ইন্সপেক্টরের পরিবর্তে ইনস্পেক্টর-কাম-ফেসিলটেটর নিয়োগ এবং র‍্যান্ডমাইজড ওয়েব-ভিত্তিক পরিদর্শন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে ঐতিহ্যগত "ইনস্পেক্টর রাজ", যা আগে অনধিকারমূলক , জটিল এবং ঝঞ্ঝাটপূর্ণ মনে হতো, তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা ও পরিষ্কার নির্দেশিকা ব্যবহারের মাধ্যমে পরিদর্শন আরও স্বচ্ছ, কার্যকর, ঝুঁকি ভিত্তিক এবং পদ্ধতিগত হয়েছে।

ইন্সপেক্টররা এখন কেবলমাত্র তদারকির ভূমিকা পালন না করে ফেসিলিটেটর হিসেবে কাজ করবেন, অর্থাৎ নিয়োগকর্তাদের আইন, নিয়ম এবং বিধিবিধান মেনে চলতে সহায়তা করবেন। এই পরিবর্তন কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলে এবং ব্যবসা পরিচালনা সহজ করে।

এটি পরিদর্শন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করে তোলে এবং নির্দেশনা-ভিত্তিক সহায়তার মাধ্যমে নিয়মাবলী মানার প্রবণতা বাড়ায়।

পুরনো "ইনস্পেক্টর রাজ"-এর বদলে প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইচ্ছামতো হয়রানি কমায়।

র‍্যান্ডমাইজড ওয়েব-ভিত্তিক পরিদর্শন নিশ্চিত করে, ফলে পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকে না।

ইন্সপেক্টরদের ভূমিকা এখন সহায়ক - তাদের কাজ শ্রম আইন মেনে চলার জন্য নিয়োগকর্তাকে দিকনির্দেশনা দেওয়া, যা শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের সুরক্ষায় সহায়তা করে।

এতে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ তৈরি হয়, যা শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয়ের জন্যই উপকারী, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় সংঘাত ছাড়াই ভালো কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে।

নিয়মিত, দায়িত্বশীল এবং সঙ্গতিপূর্ণ তদারকির মাধ্যমে শ্রম সুরক্ষা কাঠামো আরও শক্তিশালী হয়।

১০. রেজিস্টার ও রেকর্ড রক্ষণে হ্রাস: এই কোডের অধীনে রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণের সংখ্যা ৮৪ থেকে কমিয়ে মাত্র আট-এ আনা হয়েছে, যা একটি বড় ধরনের সংস্কার। কোডটি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনকেও উৎসাহিত করে, ফলে, নথি সংরক্ষণ হয় আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং কার্যকর।

১১. ন্যাশনাল বোর্ড ও জাতীয় মানদণ্ড: বহু বোর্ডের পরিবর্তে এখন একটি মাত্র জাতীয় ত্রিপক্ষীয় বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারকে মানদণ্ড, বিধি-বিধান

ক্রমশঃ

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে বাংলাদেশকে

(শেষ পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আরও গভীর করতে পারে এবং নতুন রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।"

ব্যাপক সমালোচনা: এমনও মন্তব্য উঠেছে যে ট্রাইব্যুনাল স্বয়ংশাসিত – যেটি আসলে শেখ হাসিনা নিজের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল – যা এখন তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ: রায়টি যদি কার্যকর করা হয়, তাহলে সেটি শুধু বিচার নয়, রাজনৈতিক ইঙ্গিতও বহন করে — "একজন প্রভাবশালী নেত্রীকে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরিয়ে দেওয়া" বলে সমালোচকরা দেখতে পারেন।

২. ভবিষ্যতের ভোট-পরিস্থিতি (রাজনৈতিক প্রভাব)

আওয়ামী লীগ ও বিরোধী শক্তি: শেখ হাসিনাকে দেয়া মৃত্যুদণ্ড আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই রায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং সম্ভাব্য বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ উস্কে দিতে পারে।

নির্বাচন-চ্যালেঞ্জ: আগামী নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে, এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন যে এই রায় ফেব্রুয়ারি বা পরবর্তী নির্বাচনে রাজনৈতিক সংকটকে গভীর করবে। CNA রিপোর্ট অনুযায়ী, "এই মাস গুলোর মধ্যে সহিংসতা বাড়ার সম্ভাবনা আছে, যা নির্বাচনকে কঠিন করে তুলতে পারে।"

আস্থা ও বৈধতা: শেখ হাসিনা দাবি করেছেন ট্রাইব্যুনাল

"নিরপেক্ষ নয়" এবং "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।" তাঁর মতে, আদালত তাঁর স্বার্থান্বেষীদের রাজনীতিকে বন্ধ করার জন্য নিয়োজিত।

রাজনৈতিক শূন্যতা ও ভরাট: তার অনুপস্থিতি (পরিস্থিতি "শাসক-অপ্রাপ্য") এবং রাজনৈতিক বিধিনিষিদ্ধতার কারণে ভবিষ্যত রাজনীতিতে নেতাদের নতুন চেহারা গঠিত হতে পারে। নতুন নেতৃত্ব, পুনর্গঠন বা জোট তৈরির সম্ভাবনা এখন সক্রিয় আলোচনা।

সাম্প্রতিক ইতিহাস ও প্রতিধ্বনির সাদৃশ্য: কিছু সমালোচক পুরনো রাজনৈতিক ঘটনা এবং শাস্তি-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করছেন এটিকে। যেমন রাজনৈতিক বিচারের ইতিহাসে "শাম ট্রায়াল" বা নেতাদের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করার পথ হিসেবে প্রয়োগ।

৩. অর্থনৈতিক প্রভাব

অর্থনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা: শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কাহিনী ছিল শক্ত – বিএ আর জিডি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি। কিন্তু তার পরবর্তী পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদেশি বিনিয়োগ এবং পুঁজি প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ব্যাংকিং ও আর্থিক স্থিতিশীলতা: সাম্প্রতিক গবেষণা নির্দেশ করছে যে বাংলাদেশের আর্থিক ও মুদ্রাগত সেক্টরে চাপ রয়েছে — ঋণ চরমায়, নন-পারফর্মিং লোন বাড়ছে এবং বৈদেশিক রিজার্ভ সংকটে সম্ভাব্য ঝুঁকি দেখা দিচ্ছে।

অভিযোগ ও পুনরুদ্ধার: যুক্তি রয়েছে যে শেখ হাসিনার শাসনামলে দীর্ঘ-মেয়াদে অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও সম্পদের অবৈধ অপচয় হয়েছিল; নতুন শাসনাবস্থা তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসাবে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে।

বাণিজ্য ও বৈদেশিক সম্পর্ক: রাজনৈতিক অস্থিরতা রফতানি, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও লোন-চুক্তিতে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টর, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিবাদ, ব্লকিং বা অবরোধের কারণে ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

আর্থিক শাস্তি এবং প্রতিক্রিয়া: আন্তর্জাতিক দৃষ্টি এবং মানবাধিকার উদ্বেগ আরও বাড়লে অর্থনৈতিক অংশীদাররা অর্থনৈতিক শাস্তি, অবরোধ বা শর্তযুক্ত সহায়তা বিবেচনায় আনতে পারে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে ব্যাহত করতে পারে।

৪. সার্বিক গুরুত্ব এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পথ:

এই মৃত্যুদণ্ড কেবল একজন নেতার বিরুদ্ধে নয়, বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোর নবায়ন-পরীক্ষা। এটি দেখাচ্ছে যে ক্ষমতার পরিবর্তন শুধু ভোটে নয়, বিচারব্যবস্থায়ও হতে পারে — এবং তার প্রভাব বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে কাজে লাগাতে পারে, যদি পুনর্মিলন, সংলাপ ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যায়।

তবে, রায় বাস্তবায়ন কঠিন হতে পারে: শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে নির্বাসিত এবং ভারতীয় আইনি ও কূটনৈতিক বাধা রয়েছে।

রাজনৈতিক বিভাজন এবং নাগরিক উত্তেজনা খারাপ হলে, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, প্রতিরোধ ও সামাজিক ধ্বসের আশঙ্কা রয়েছে। নতুন সরকার যদি সফলভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ পুনরুদ্ধার, ন্যায্য বিচার ও রাজনৈতিক পুনর্মিলন পরিচালনায় ব্যর্থ হয়, তাহলে দারুণ চ্যালেঞ্জ সামনে থাকবে।

অন্য দিকে, যদি নতুন প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দেয় — স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও অর্থনৈতিক সংস্কার — তাহলে এটি একটি সুযোগও হতে পারে: পুরাতন চক্র ভাঙ্গা এবং একটি "নতুন অধ্যায়" গঠন করার, যেখানে রাজনৈতিক বিরোধ এবং আইনগত প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়।

সিনেমার খবর

'দাউদের মাদক পার্টিতে নোরা', পুলিশের নজরে অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহিকে ঘিরে নতুন করে উঠেছে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। শোনা যাচ্ছে, কুখ্যাত গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে নাকি তাঁর ওঠাবসা রয়েছে, এমনকি করা হয় মাদক সেবনের অভিযোগও। যদিও নোরা এই অভিযোগগুলোর সবকটিকেই ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তবে সূত্র বলছে, বিষয়টি পুলিশের নজরেই আছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, একজন মাদক পাচারকারী সেলিম ডোলার ছেলে, তাহের ডোলা দাবি করেছেন—দাউদ ইব্রাহিমের আয়োজিত এক মাদক পার্টিতে নাকি উপস্থিত ছিলেন নোরা। অভিযোগটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই এ বিষয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া দেন এই অভিনেত্রী। নিজের সামাজিক মাধ্যমে নোরা লেখেন, তিনি কোনো ধরনের পার্টিতে যান না এবং সারাদিন কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। নোরার ভাষায়, 'আমি সারাদিন কাজ করি। আমার ব্যক্তিগত জীবন বলেও কিছু নেই। ছুটির দিনে হয় বাসায় থাকি, নয়তো দুবাইয়ে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাই। নিজের স্বপ্ন পূরণে কঠোর পরিশ্রম করছি, তাই এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে তিনি আরও বলেন, 'যারা আমার নাম ব্যবহার করছেন, তাদের অনুরোধ—এটা বন্ধ করুন। না হলে এর পরিণাম ভালো হবে না। এবার আর চুপ করে থাকব না।'

শুধু নোরা নন, একই অভিযোগে অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরসহ আরও কয়েকজনের নামও উঠে এসেছে। সূত্র বলছে, মুম্বাই পুলিশের অপরাধ দমন বিভাগ শিগগিরই সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারে।

চলচ্চিত্র পরিবারের লোকজনও ছেলেদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন: কঙ্গনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আবারও 'বিতর্কের' জন্ম দিলেন বলিউড অভিনেত্রী ও বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। এবার লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে কথা বলে সমালোচনায় জড়ালেন নিজেকে।

কঙ্গনার কথায়, ভারতের অনেক শিক্ষিত এবং আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক মানসিকতার মানুষ এবং চলচ্চিত্র পরিবারের সঙ্গে যুক্ত লোকজনও গোপনে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। কঙ্গনার এই মন্তব্য ঘিরে চলছে আলোচনা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেছেন, এশিয়ার সমস্ত পরিবারের সঙ্গে আপনারা কথা বলে দেখতে পারেন। সব ধরনের মানুষের মধ্যেই সন্তানের লিঙ্গ নিয়ে নানা বক্তব্য রয়েছে। যদি কারও একটি মেয়ে থাকে এবং তারপরে দ্বিতীয়বার মেয়ে হয়, তখন বিষয়টা আরও ভালো করে বোঝা যায়। তারা দেখাতে চান, তাদের চোখে ছেলে ও মেয়ে দুজনই সমান। কিন্তু আমি বলছি, কন্যা হওয়ার পরে সবার মধ্যেই এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা হয়। অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিবারেও একই ছবি দেখা যায়।

বড় পরিবারের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা অনেক বেশি বলে মত কঙ্গনার। প্রথম মেয়ের জন্মের পরে বৈষম্য স্পষ্ট না-ও হতে পারে, তবে দ্বিতীয় মেয়ের জন্মের পরে অনেক জায়গায় এই মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সামাজিকমাধ্যমে অনেকেই কঙ্গনার সঙ্গে একমত। অনেকেই আবার তার মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন।

টাকার জন্য কখনও নিজেকে বিলাইনি: দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন সম্প্রতি এক ইন্টারভিউতে বলেছেন, তিনি কখনও টাকার জন্য নিজের আদর্শের বাইরে গিয়ে কাজ করেননি। ক্যারিয়ারের অনেক বড় প্রস্তাব আসলেও টাকার কাছে মাথা নত করেননি তিনি।

দীপিকা বলেন, 'ক্যারিয়ারে বহুবার মোটা টাকার প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু টাকার জন্য এমন কোনও চরিত্রে অভিনয় করিনি, যার কোনও বাস্তব ভূমিকা নেই বা যা আমার আদর্শের বাইরে।'

অভিনেত্রী আরও জানিয়েছেন, সততা এবং নিজের মূল্যবোধকে ধরে রেখে কাজ করার বিষয়টি তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'অভিজ্ঞতা হলো জীবনের সবচেয়ে বড় সঞ্চয়। নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত হতে শুরু করলে আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যায়। তাই অনেক সিদ্ধান্ত এখন সহজেই নিতে পারি।'

নিউজিল্যান্ডের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকা

ঘরের মাঠে আবারও হোয়াইটওয়াশ ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৪ সালে নিউজিল্যান্ড আর চলতি বছর দক্ষিণ আফ্রিকা- নিজেদের মাটিতে পর পর দুই বছর দুই গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হলো ভারত। গুয়াহাটি টেস্টে ভারতকে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। টেস্ট ইতিহাসে রানের হিসাবে এটা ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে পরাজয়।

এর আগে কলকাতা টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কলকাতার পর গুয়াহাটি টেস্টেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একইভাবে ব্যাটিং বিপর্যয়ের জন্য হারতে হলো টিম ইন্ডিয়াকে। কিন্তু কেন? ঘরের মাটিতে তো সবথেকে ভালো ব্যাটিং করার কথা ভারতীয় ব্যাটারদের, তাহলে বারবার কেন ব্যাটারদের ব্যর্থতার জন্য ভরাডুবি হলো এই সিরিজে ? দল নির্বাচনে ভুল নাকি দলে ব্যাটিং লাইনআপে ভারসাম্যের অভাব- কোন কারণে বারবার চেনা পিচে মুখ থুবড়ে পড়তে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে? এমন প্রশ্নের সামনে পড়তে হতে পারে বর্তমানে সময়ে প্রবল সমালোচনার মুখে থাকা টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে।

গুয়াহাটি টেস্টের চতুর্থ দিনেই দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে এতটা এগিয়ে গিয়েছিল যে রাশ ধরার সুযোগই পায়নি ভারতীয় দল। তবে যেটুকু সুযোগ ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে ম্যাচের শেষ দিন আজ বুধবার টপ অর্ডারের ব্যাটারদের ধৈর্যের অভাবে। জাদেজা ছাড়া ক্রিজে কেউ সেভাবে দাঁড়াতেই পারেনি। যেভাবে একই পিচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুথুস্বামী, জেনসন, স্টাবসরা রান করেছেন সেভাবে ভারতের কেউই রান পাননি। সেই কারণেই ম্যাচের দুই দলের প্রথম ইনিংস শেষ হোটেঈ চালকের আসন দখল করে নিয়েছিল প্রোটিয়া দল।

তবে শুধু ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের দোষ দেওয়া ঠিক হবে না, বোলারদের থেকেও সেভাবে আগুন পারফরম্যান্স দেখা যায়নি গুয়াহাটির পিচে। যেখানে জেনসন এই টেস্টে ৭ উইকেট পেলেন, সেখানে বুমরা ও সিরাজের ঝুলিতে এলো মাত্র ২টি করে উইকেট। ভারতের বোলিং বিভাগে কুলদীপ এবং জাদেজা ছাড়া প্রোটিয়া ব্যাটারদের কেউই সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। সেই কারণেই যে পিচে মুখ থুবড়ে পড়ল ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ, সেখানেই স্বচ্ছন্দে রান পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা। এই হার ভারতীয় টেস্ট দলকে আবারও এক বড় প্রশ্নের মুখে এনে দাঁড় করাল। সেই সঙ্গে দল দল নির্বাচন নিয়েও শুরু হল বিতর্ক।

গুয়াহাটিতে ম্যাচের শেষ দিন পরাজয় এড়াতে ৮ উইকেট হাতে রেখে পুরো ৯০ ওভার খেলতে হতো ভারতের। কিন্তু ৪৮ ওভারের বেশি টিকতে পারেনি তারা। বাকি থাকা ৮ উইকেট হারিয়ে যোগ করতে পেরেছে মাত্র ১১৩ রান। এই জয়ের ভারতের মাঠে ২৫ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটাল দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সিরিজের আগে সবশেষ ২০০০ সালের ভারতের মাঠে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল তারা। আর নিজেদের মাঠে সবশেষ তিন সিরিজের মধ্যে দুটিই হেরে বসল ভারত।

ম্যাচের প্রথম ইনিংসে সেনুরান মুথুসামির সেঞ্চুরিতে ৪৮৯ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে মার্কো ইয়ানসেনের শর্ট বলের তোপে মাত্র ২০১ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬০ রানে ব্যাটিং ছেড়ে দেয় প্রোটিয়ারা। ভারতের সামনে দাঁড়ায় ৫৪৯ রানের অসম্ভব এক লক্ষ্য। যা করার জন্য তাদের হাতে ছিল ১০৮ ওভার। কিন্তু চতুর্থ দিন শেষ বিকেলে ১৫.৫ ওভারের মধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় তারা। শেষ দিনে তাই অসাধ্যই সাধন করতে হতো স্বাগতিকদের।

সাইমন হার্মারের ঘূর্ণিতে তা আর করতে পারেনি ভারত। ২৩ ওভারে মাত্র ৩৭ রান খরচায় ৬ উইকেট নেন হার্মার। এছাড়া কেশব মহারাজের শিকার ২ উইকেট। ভারতের পক্ষে লড়াই করা রবীন্দ্র জাদেজা খেলেন ৮৭ বলে ৫৪ রানের ইনিংস। সাই সুদর্শন লম্বা সময় উইকেটে থেকে ১৩৯ বলে করেন ১৪ রান। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ৯টি ক্যাচ নিয়েছেন এইডেন মার্করাম। টেস্ট ক্রিকেটে নন উইকেটকিপারদের মধ্যে এটিই ম্যাচে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ড।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্রে ৪ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার এটি তৃতীয় জয়। ৬৬.৬৭ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুই নম্বরে তারা। আর ৯ ম্যাচে ৪ জয়ে ৫৪.১৭ শতাংশ পয়েন্ট পেয়ে চার নম্বরে ভারত।

রাজস্থানের কোচ হিসেবে ফিরলেন কিংবদন্তি সাঙ্গাকারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএলের দল রাজস্থান রায়্যালস আবারও পরিচিত এক মুখকে ড্রেসিংরুমে ফিরিয়ে আনছে। ২০২১ থেকে ২০২৪—টানা চার মৌসুম যিনি রাজস্থানের কৌশল, টিম কালচার ও প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকতা গড়ে তুলেছিলেন, সেই কুমার সাঙ্গাকারাই আইপিএল ২০২৬-কে সামনে রেখে আবারও হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন। আগের মতোই তিনি ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বও পালন করবেন।

গত মৌসুমে রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনে খেললেও রায়্যালস এবার আবার ফিরে গেছে সেই নেতৃত্বে, যাকে তারা সবচেয়ে স্থিতিশীল ও কার্যকর মনে করে। সাঙ্গাকারার অধীনে দল খেলেছিল ২০২২ সালের ফাইনাল। আর ২০২৪ মৌসুমে উঠেছিল প্লে-অফে। তরুণদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, ট্যাকটিক্যাল চিন্তা ও দলীয় সংস্কৃতি—এসব জায়গায় তাঁর প্রভাব দলকে সবসময় এগিয়ে রেখেছে।

ফ্র্যাঞ্চাইজির লিড ওনার মনোজ বাদালে বলেন, "দলের বর্তমান অবস্থায় যে অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব ও রায়্যালস-সংস্কৃতির গভীর বোঝাপড়া প্রয়োজন—সাঙ্গাকারার মতো উপযুক্ত কেউ নেই। তাঁর শান্ত স্বভাব, পরিষ্কার চিন্তাভাবনা ও ক্রিকেট বুদ্ধি আমাদের পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

কোচিং প্যানেলেও এসেছে কিছু পরিবর্তন। বিক্রম রাঠোরকে উন্নীত করা হয়েছে লিড অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ হিসেবে। বোলিং বিভাগে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন শেন বন্ড। আগের মতোই থাকছেন সহকারী কোচ ট্রেভর পেনি ও পারফরম্যান্স কোচ সিদ লাহিড়ি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR